দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JUL 23 1999
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

১০

একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চিত্র

প্রতি শিক্ষকের ভাগে পড়েছে ১শ' ৭৫ জন ছাত্রছাত্রী। একটি শ্রেণীকক্ষে বসে প্রায় সোয়া শ' শিক্ষার্থী। এটি কোন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, একটি সরকারী প্রাইমারী স্কুল। কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জন্মস্থান সেনহাটি গ্রামের এই স্কুলটির দিকে তাকালেই মফস্বল শিক্ষার প্রকৃত চিত্র আঁচ করা যায়। গ্রামটি খুলনার দিঘলিয়া থানায় অবস্থিত। স্কুলটির নাম নয় নং সেনহাটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠা ১৯৮৭ সালে। ইতোমধ্যে স্কুলটি ১শ' ১২ বছর অতিক্রম করেছে। এই স্কুলে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা প্রায় ১৪শ'। সরকারী নিয়ম অনুযায়ী প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত হওয়া উচিত ১ ঃ ৫০। কিন্তু এই স্কুলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপাত ১ ঃ ১৭৫। এখানে কর্মরত রয়েছেন আটজন শিক্ষক। একজন শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে খালি। দুশটি ক্লাসরুম থাকলেও পাঁচটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে '৯৭ সালে। বাকি পাঁচটি ক্লাসরুমে ১৪শ' শিক্ষার্থীকে পড়াতে গিয়ে শিক্ষকদের গলধঘর্ম হতে হয়। তৃতীয় শ্রেণী ছাড়া প্রতিটি ক্লাসেই দুই শিফটে ক্লাস নেয়া হয়। তৃতীয় শ্রেণীতে তিনটি শিফট। ১৪শ' শিক্ষার্থীর পড়াশোনার ন্যূনতম কোন সুযোগ বা পরিবেশ নেই এই স্কুলে। শ্রেণীকক্ষে আসবাবপত্রের অভাব প্রকট। দাঁড়িয়ে ক্লাস করে কোমলমতি শিশু-কিশোররা। তাতেও শ্রেণীকক্ষে স্থান সঙ্কুলান হয় না। স্কুলটির চারপাশে নোংরা পরিবেশ। ভবনের দরজা-জানালা নেই। সামান্য বৃষ্টিতেই শিশু-কিশোররা ভিজে জবুথবু হয়ে যায়। জোয়ারের পানিতে ডুবে যায় উঠান। পানি নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা নেই। জাতীয় পতাকাকে সম্মান প্রদর্শন ও জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া ও শোনার জন্য লাইনে দাঁড়ানোর কোন সুযোগ পর্যন্ত নেই। একজন শিক্ষক হতাশা ও ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, গোয়ালঘরে গরু বাছুর স্বস্তিতে থাকলেও এই স্কুলে শিশু-কিশোরদের স্বস্তি নেই। সরেজমিন পরিদর্শনকালে স্কুলটির যে চিত্র দেখা যায় তাতে দীর্ঘশ্বাস ফেলতেই হয়। এমনিতে এই স্কুলে যারা আসে তাদের বেশিরভাগ শ্রমিকের সন্তান। খেটে খাওয়া অভিভাবক সন্তানকে শিক্ষিত করার স্বপ্নে বিভোর। কিন্তু এই পরিবেশে কি শিখবে একজন শিক্ষার্থী, কতটুকুই বা শিখবে?

কথা হয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক সিদ্দিকুর রহমানের সঙ্গে। তিনি বলেন, জানামতে খুলনার কোন প্রাথমিক স্কুলে এত ছাত্রছাত্রী নেই। অথচ এত অবহেলিত স্কুল একটিও আছে বলে মনে হয় না। তিনি আরও বলেন, একজন শিক্ষক বা অভিভাবক হিসাবে এই পরিবেশে শিশু-কিশোরদের পড়াতে কষ্ট হয়। তাদের সমস্যাগুলো আমরা বুঝি বা অনুভব করি। কিন্তু কিছুই করতে পারি না। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সরকারের কাছে আমার একটাই চাওয়া--তা হচ্ছে এই ১৪শ' শিশু-কিশোরের পড়াশোনার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা হোক। অর্থাৎ শিক্ষক সঙ্কট দূর করা হোক, শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করা হোক। সিদ্দিকুর রহমান বলেন, স্কুলটির এই করুণদশার কথা লিখিত ও মৌখিকভাবে উর্ধতনমহলে বার বার জানানো হয়েছে। কিন্তু কোন সুফল পাইনি। দুঃখ করে প্রধান শিক্ষক বললেন, অপ্রিয় হলেও সত্য-- আমরা তেলে মাথায় তেল বেশি দেই, যার মোটেও নেই তাকে কিছুই দেই না।

--শ. জামান